বর্ষ-২, সংখ্যা -৫

সময়কাল: জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সমাচার

মন্তব্য প্রতিবেদনঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইস্পিত উন্নয়নের লক্ষে প্রয়োজন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

পূর্বের সংখ্যার পর

2.উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, পরিদর্শন ও তদারকি:

পার্বত্য জেলা সমূহে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওয়াতায় গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা তদারকি ও সমন্বয় করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদকে দায়িত্বে ন্যাস্ত করা যেতে পারে। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাসিক জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন এবং সরেজমিনে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শণ ও তদারকি করবেন। একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং কার্যক্রম পরিদর্শন ও তদারকি করবেন।

3.পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা নির্ধারণ:

ইতোপূর্বে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন থাকলেও বর্তমানে পদমর্যাদার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক জেলার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, জেলার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে ভুমিকা পালনসহ জেলা পরিষদের উপর অর্পিত কার্যক্রম সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তদুপরি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হলে জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন, পরিদর্শন ও তদারকির জন্য অবশ্যই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা পূর্বের ন্যায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। অন্যতায় জেলা পরিষদের আইন বাস্তবায়ন ও সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সমন্বয়হীনতা দেখা দিবে এবং জটিলতা সৃষ্টি হবে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার উন্নয়নের জন্য সম্ভাবনাময় খাতসমূহ:

ক.কৃষি:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় মোট আবাদী জমির পমিাণ ৪২ (বিয়াল্লিশ) হাজার হেক্টর, তম্মধ্যে শুষ্ক মৌসুমে আবাদী জমির পরিমাণ মাত্র ১২(বার) হাজার হেক্টর এবং অনাবাদী জমির পরিমাণ ৩০(ত্রিশ) হাজার হেক্টর। সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদী জমি সেচের আওয়াতায় আনা হলে রবি মৌসুমে বোরো ধান চাষের মাধ্যমে মোট ১(এক) লক্ষ মে:টন অতিরিক্ত ধান উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়গুলোতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ফলজবাগান সৃজন ও মসল্লাজাতীয় ফসল(আদা, হলুদ, ইত্যাদি) চাষ করলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

খ. মঃস্য: :

জেলা মৎস্য বিভাগ থেকে জানা যায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রায় দুই হাজারের অধিক পাহাড়ী ক্রীক বিদ্যমান রয়েছে। এই ক্রীকগুলোতে বাঁধ নির্মান পূর্বক মঃস্য চাষের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মান করা হলে বাৎসরিক প্রায় ৫০(পঞ্চাশ) কোটি টাকার অতিরিক্ত মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে।

গ. পশুপালন:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিস্তীর্ণ চারণভূমি থাকায় এখানে গরু, ছাগলসহ দেশীয় হাসমুরগী পালনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।এইখাতে প্রয়োজনীয় পৃষ্টপোষকতা প্রদান করলে খাগড়াছড়ি জেলার ২০(বিশ) হাজার মেট্রিক টন দুগ্ধ উৎপাদনসহ ৪০ (চল্লিশ) হাজার মেট্রিক টন মাংস উৎপাদন সম্ভব।

ঘ.পর্যটন:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্পট রয়েছে যেমন- আলুটিলা, প্রাকৃতিক রহস্যময় গুহা, রিসাং ঝর্ণা, তৈদুছড়া ঝর্ণা, দেবতাপুকুর, পানছড়ি অরণ্য কুঠির, ইত্যাদি। এই স্পটসমূহে যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে কেবল কার, রাস্তাঘাট, ঝুলন্ত ব্রিজ, ওয়াচ টাওয়ার ও পর্যটন মোটেলসহ প্রয়োজণীয় অবকাঠামো নির্মান করলে খাগড়াছড়ি পর্যটনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পরিগণিত হবে।

লেখকঃ চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

ভিতরের পাতায় যা আছে:

সম্পাদকীয়	২
উন্নয়ন কার্যক্রম	৩
শিক্ষা কার্যক্রম	৪
খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের কথা	৫
স্বাস্থ্য কার্যক্রম	৬
কৃষি কার্যক্রম	৭
দিঘীনালা উপজেলা প্রোফাইল	৮

লক্ষীছড়ি উপজেলায় আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১১ উপলক্ষে র‍্যালির একাংশ

সম্পাদকীয়

পর্যটনখাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বকোণে অবস্থিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাটি অপরুপ ভূ-প্রকৃতির অধিকারী। এই এলাকাকে অনেকটা প্রকৃতির লীলানিকেতন বলা যায়। সুজলা, সুফলা ও সৌন্দর্যে ভরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে কবি গেয়েছেনঃ

কোন গগনে উঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে

আঁখি মেলে তোমার আলো

প্রথমে আমার চোখ জুড়ালো

এ-আলোকেই নয়ন রেখে,

মুদবো নয়ন শেষে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার শৈলশ্রেণী, জলপ্রপাত ও কানন-কান্তার একে অপরুপ সৌন্দর্য দান করেছে। যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেদিকে অবারিত সবুজ ও উচুঁনিচ পাহাড়। এছাড়াও এখানে রয়েছে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যতা, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনযাপন যা মুগ্ধ করে তোলে।

প্রকৃতি এখানে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছে, এমুহুর্তে প্রয়োজন যৌথ সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ যা পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

পর্যটনশিল্প খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার অন্যতম সমম্ভাবনাময় একটি শিল্প। এ শিল্প বিকশিত হলে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, ব্যবসা-বানিজ্য প্রসারিত হবে, জীববৈচিতত্র্য সংরক্ষণে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা উদ্যোগী হবে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসহ এ অঞ্চলে বসবাসরত সকল্ জনসমষ্টি তাদের সংস্কৃতি সংকক্ষণ ও প্রসারের সুযোগ বাড়বে। জেলা পরিষদ কিছু পরিকলল্পনা হাতে নিয়েছে, যেমন- প্রাকৃতিক বার্ড পার্ক, পর্যটক ও পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো নির্মান ,ইত্যাদি। এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা ও সরকারী বেসরকারী পৃষ্টপোষকতা। পর্যটনখাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ দরকার

বিগত ১৭আগষ্ট ২০১১ খ্রীষ্টাব্দ তারিখে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এনডিসি ডিজিটাল বাংলাদেশ অর্জনের লক্ষ্যে যুব পুরুষ ও মহিলাদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স শুভ উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন- দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে সফলতা আসবে, তাই প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রশিক্ষণের সাফল্য কামনা করেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ ও ইউএনডিপির প্রকল্প পরিচালক মিঃ হেনরিক লারসেন এবং পরিষদের কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার।

ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এর অর্থায়নে জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম

সেচনালা নির্মান

দিঘীনালা উপজেলার দিঘীনালা ইউনিয়নের বড়াদম গ্রামে ৫২০মিটার দীর্ঘ সেচনালা নির্মান করা হয়। ফলে সকল কৃষি জমি তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। সেচনালার মাধ্যমে প্রায় ৫০ একর জমি চাষের আওয়াতায় আনা সম্ভব হয়েছে। জেলা পরিষদ সদস্য জনাব বীর কিশোর চাকমা বলেন সেচনালাটি এলাকার খাদ্য চাহিদা পুরণে ভূমিকা রাখছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

মার্কেট সেড নির্মান

দিঘীনালা উপজেলার দিঘীনালা থানা বাজারে নির্মান করা হয় মার্কেট সেড। পূর্বে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মাছ-মাংস বিক্রি করতে হতো এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বোদ-বৃষ্টিতে অসুবিধায় পড়তেন। মার্কেট সেডটি নির্মনের পর সকলেই খুশী।

মার্কেট কালেকশন সেন্টার

মার্কেট কালেকশন সেন্টার, গুগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি। এলাকাটি কৃষকের উৎপাদিত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, সংগ্রহ ও পরিবহণের জন্য খুবই জনগুরুত্বপূর্ণ। তাই এই সেন্টার থেকে কৃষকরা সুফল পাবে। মংপ্রু মারমা নামে এক কৃষক বলেন-দীর্ঘদিন পর আমাদের কৃষকদের দাবী বাস্তবায়িত হলো।

ওপেন মার্কেট সেড

বাজার ফান্ড ও ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ এর যৌথ অর্থায়নে ৪(চার) তলা ওপেন মার্কেট সেড, দেওয়ান বাজার, স্বনির্ভর, খাগড়াছড়ি। খাগড়াছড়ি সদরের দ্বিতীয় বৃহত্তম বানিজ্যিক কেন্দ্র। কোন খোলা মার্কেট সেড না থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের বেচাকেনায় অসুবিধা হয়। অবকাঠামো কার্যক্রম সম্পাদন হলে সকলেই এর সুফল ভোগ করবে।

টুকরো খবর

এসএমসির সাথে জেলা পরিষদের অনুদান সহায়তা ও ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জেলা শিক্ষা বিষয়ক আহবায়ক ও সদস্য জনাব চাইথোঅং মার্মা, অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিষদ সদস্য জনাব বীর কিশোর চাকমা, পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ, ইউএনডিপি প্রতিনিধি মিজ ইলা রাণী চৌধুরী , পরিষদের শিক্ষা কার্যক্রমের জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব অনুপম চাকমা ও মনিটরিং কর্মকর্তা হৃদয় কুমার ত্রিপুরা। ১১০টি সরকারী, বেসরকারী ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসির প্রতিনিধিগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শিক্ষা বিষয়ক আহবায়ক ও জেলা পরিষদ সদস্য জনাব চাইথোঅং মার্মা লক্ষীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলী সরকারী-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার, ইউএনপি সিএইচটিডিএফ এর চীফ ইম্প্লিমেন্টেশন মিঃ রবার্ট স্টুয়েলমেনন্ট ও চীফ সার্ভিস ডেলিবারী মিঃ প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা পরিষদের সমেম্মলন কক্ষে প্রধান শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সহায়তা প্রদান

খাগড়াছড়ি জেলায় বিদ্যমান এবং নবনির্মিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি তথা এলাকাবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান নাজুক হওয়ার দরুন শিক্ষকদের বেতন ভাতা অনিশ্চয়তার মধ্যে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি এবং অমনযোগের কারণে শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং ফলশ্রুতিতে ঝড়ে পড়ে। তাই জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষদের বেতন সহায়তা দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্যে বেতন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। নিম্নে শিক্ষকদে বেতন সহায়তার পরিসংখান দেওয়া হলোঃ

ক্রমিক নং-	উপজেলা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা (২০১০)	শিক্ষকের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১১	শিক্ষকের সংখ্যা
১	মাটিরাঙ্গা	১৪	৩৭	১৪	৩৭
২	লক্ষীছড়ি	১৯	৫২	১৯	৫২
৩	মহালছড়ি	১৬	৩৮	১৬	৩৮
৪	পানছড়ি	১৯	৪৭	১৯	৪৭
মোট=		৬৮	১৭৪	৬৮	১৭৪

স্থায়ী রেজিষ্ট্রেশন পেল মধ্যপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়

লক্ষীছড়ি উপজেলা শহর হতে প্রায় ১০(দশ) কিমি দূরে প্রত্যন্ত এলাকায় মধ্যপাড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান। এলাকার শিক্ষানুরাগী জনগণ ২০০৬ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করে। বিদ্যালয়ের ৫(পাঁচ) কিমি-এর মধ্যে কোন বিদ্যালয় নেই এবং কোন সড়ক যোগাযোগও নেই। প্রতিষ্ঠার পর বিদ্যালয়টি ভালভাবে চললেও আর্থিক সংকটের কারণে পরবর্তীতে স্থবিরতা চলে আসে।

এমতাবস্থায় ২০০৮ সালে ইউএনডিপি এর অর্থায়নে স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা জাবারাং কল্যান সমিতি এর সহায়তায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ " সাপোর্ট টু বেসিক এডুকেশন ইন সিএইচটি প্রকল্পে" অর্ন্তভূক্ত করে। প্রকল্পে অর্ন্তভূক্তির পর থেকে বেতন সহায়তা, বিদ্যালয় উন্নয়ন তহবিল , বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ পেয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করে স্থায়ী রেজিষ্ট্রেশনের সুপারিশ করেন। ফলে ২০১১ সালে বিদ্যালয়টি স্থায়ী রেজিষ্ট্রেশন লাভ করে। বর্তমানে ৮৬ জন ছাত্রছাত্রী প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করছে। বিদ্যালয়টি রেজিঃ করণের পর শিক্ষক অভিভাবক সকলেই খুশী এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এলাকাবাসী আশা করে আগামীতে সরকার জাতীয়করণ করবে।

পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পাহাড়ী কৃষি গবেষণার যৌথ উদ্যোগে জেলা পরিষদ ক্যাম্পাসে প্রদর্শণী ও গবেষণা

তথ্যঃ প্রিয় কুমার চাকমা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা

AvMvg †gŠmgx mxg। জাতঃ বারি সীম-৪। প্রকল্পটি সফল হলে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা হবে। এতে কৃষকরা অধিক মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবে। পরীক্ষামূলকভাবে ১৫০টি পাড়ায় (গ্রামে) বীজ সরবরাহ করা হয়েছে।

dj Kvc। জাতঃ বারি ফুল কপি-১। গবেষণা সফল হলে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও বীজ সরবরাহ করা হবে। ফলে কৃষি কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটবে। অধিক উৎপাদিত হলে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশের অন্য জেলায় সরবরাহ করা যাবে।

পেঁপে। জাতঃ রাঁসি।

এই জাতের ফলন খুবই ভাল। এতে একদিকে আমিষের চাহিদা মেটাবে , অন্যদিকে অন্য জেলায় সরবরাহ করে কৃষকরা কৃষকরা প্রচুর আয় করতে পাবে।

গবেষণা ও প্রদর্শনীর ধারণাঃ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ দীর্ঘ প্রায় ৬(ছয়) বৎসর যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্বরত আছেন এবং পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ মহব্বতউল্লাহ তিনিও দীর্ঘদীন যাবত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় কর্মরত আছেন। উভয়েই পাহাড়ী এলাকায় বসবাসরত জনগনের জীবন ও জীবিকা দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন আধুনিক কৃষি ও তার সম্প্রসারনের মাধ্যমেই এ এলাকায় টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। সেই উপলব্ধি থেকে উক্ত প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয় করেন জনাব প্রিয় কুমার চাকমা।

টুকরো খবর

মহালছড়ি উপজেলার সিঙ্গিনালা উচ্চ বিস্যালয়ের নব নির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের সন্মানিত সদস্য ও আ-হবায়ক, জেলা শিক্ষা বিষয়ক এবং মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব সোনারতন চাকমা।

মহালছড়ি উপজেলায় জেলা পরিষদ ও ইউএনডিপি কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা।

জিরো মাইল এলাকায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নবসৃষ্ট ফলদ বাগান,জেলা পরিষদ পার্ক ও প্রস্তাবিত বার্ড পার্ক। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে জেলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

একজন সিএইসএসডব্লিউ-এর পথচলা ও তার স্বপ্ন

শিল্পা চাক্‌মা। খাগড়ছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিনাচান পাড়ার একজন সিএইচএসডব্লিউ।স্বামীর নাম রূপেন চাকমা। এক কন্যা সন্তানের মা।

পানছড়ি উপজেলার লৌগাং ইউনিয়নের খেদারছড়া গ্রামে শিল্পা চাক্‌মার জন্ম। পিতা একজন প্রান্তিক কৃষক । দারিদ্রতার কারনে পড়ালেখা খুব বেশীদুর এগোতে পারেনি। এসএসসি পাশ করার পর পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়।

এরপর বিনাচান পাড়ার রূপেন চাক্‌মার সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর সুখের সংসার গড়তে এবং পরিবারের অভাব ঘুষাতে চলে যান চট্টগ্রামের ইপিজেড-এ। কিন্তু সেখানেও নুন আনতে পানতা ফুরায় - এরকম অবস্থা। বছর ঘুরতেই আবার স্বামীর গ্রামে ফিরে আসেন। এর মধ্যে কোলজুরে আসে এক কন্যা সন্তান। গ্রামে ফিরে স্বামী রূপেন ছোট্ট একটি মুদির দোকান খুলেন। কিন্তু অভাব শেষ হয়না।

হঠাৎ একদিন এক আত্মীয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদে গ্রাম পর্যায়ে কিছু সংখ্যক স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হবে এবং সবদিক বিবেচনা করে আবেদন পত্র জমা দেন। এরপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে কমিউনিটি হেল্‌থ সার্ভিসেস ওয়ার্কার হিসেবে নিয়োগ পান। কাজে যোগদানের পূর্বে দুই মাসব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

৫ আগস্ট ২০১০ইং সালে কাজে যোগ দান করে জনসেবা মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন । তিনি সাধারণ রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং জটিল রোগীদের সরকারী হাসপাতালে রেফার করেন। কোন অসুবিধা দেখা দিলে তিনি তার সুপারভাইজার এর সহযোগিতা নেন।

এই চাকুরীর সুবাধে নিজের যেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে তেমনি এলাকাবাসীর সেবা করতে পেরে নিজেও তৃপ্ত। সমাজে এখন তিনি একজন গুরূত্বপূর্ণ ব্যাক্তি হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন এবং সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন কাজে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

হাতের নাগালে চিকিৎসা সুবিধাদি পেয়ে এলাকাবাসীরা খুবই খুশী। এখন তাঁর স্বপ্ন নিজ দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলা। তথ্যঃ লাকী তালুকদার, হেলথ সুপারভাইজার, পানছড়ি উপজেলা।

জেলা পরিষদের কমিউনিটি হেলথ সার্ভিসেস ওয়ার্কাররা স্বাস্থ্য সেবায় অনন্য অবদান রাখছে

একটি প্রত্যন্ত গ্রাম- গাজিনগর কলিচন্দ্র পাড়া। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাংগা উপজেলা সদর হতে মাত্র ১২ কিঃ উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও পাহাড়ী অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যতার জন্য একবিংশ শতাব্দীর এ সময়েও গ্রামটি প্রত্যন্ত ও দূর্গম রয়ে গেছে। আর এ জন্যে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ আর্থ-সামাজিকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। প্রাথমিক কোন চিকিৎসার জন্য নিকটবর্তী উপজেলা সদরে যেতে ৩-৪ ঘন্টা লেগে যায়। গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসব পরবর্তী সেবা কিংবা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার তেমন কোন জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় সাধারণ অসুখ বিসুখও মারাত্মক রূপ নেয়।

কিন্তু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের স্বাস্থ্যখাতের বিশেষ উদ্যোগের ফলে এখন পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে। সব কিছুকে ছাপিয়ে স্বাস্থ্যখাতে গ্রামটির রূপান্তর, ইতিবাচক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। গ্রামের মানুষ এখন ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রামেই পাচ্ছে। গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসব পরবর্তী সেবা সহ

স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামবাসীকে স্বাস্থ্য সচেতন করার কাজটিও উলে-খ করার মত।

গত ২১ জুলাই ২০১১ তারিখ সন্ধ্যে ৭ টা নাগাদ ৩ বছরের শিশু মোঃ নুর আলমকে নিয়ে তার মা রওশন আরা স্বাস্থ্যকর্মী কুলছুম এর কাছে নিয়ে আসে। নুর আলম গত ৪দিন ধরে সর্দি-কাশি ও জ্বরে ভুগছে। কুলছুম রোগীর বিস্তারিত বিবরণ শুনে ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝতে পারল নুর আলম এর দুই দিন পর রোগীর ফলোআপ করার জন্য সে নুর আলমকে দেখতে যায়। ততদিনে নুর আলম অনেকটা সেরে উঠেছে। তারও তিন দিন পর আবার ফলোআপ করতে গিয়ে সে নুর আলমে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখতে পায়।

নুর আলমের মা-বাবা যেমন তাদের গ্রামে এ চিকিৎসা সুযোগ খুব সহজে পেয়েছেন তেমনি পুরো গ্রামবাসী স্বাস্থ্যকর্মী মোছাম্মৎ কুলছুম আক্তারের মাধ্যমে ডায়রিয়া , ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রামে যেমন পাচ্ছেন তেমনি প্রসব পূর্ববর্তী ও প্রসব পরবর্তী মায়েদের সেবাও পাচ্ছেন। তিনি এলাকায় ইতিবাচক, লক্ষ্যভেদী ও অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে আসাছে। তথ্যঃ জামিলা পারভীন, হেলথ সুপারভাইজার, মাটিরাংগা, উপজেলা।

কৃষকের পাঠশালা ঃ কৃষক মাঠ স্কুল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

মোঃ আঃ মালেক, মাস্টার ট্রেইনার, সাবেক উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ

পূর্বের সংখ্যার পর---

প্রশিক্ষণ সেশন চলাকালীন এফএফএসগণ

৭. পাঠ্যক্রম- পাহাড়ি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সম্পদের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। কোথাও মাছ চাষের সুযোগ আছে, কোথাওবা আদৌ কেউ শূকর পালন করেন না। আবার কোথাও ধান চাষই করা হয়না। এসব ভিন্নতার কারণে প্রতিটি এফএফএস-এর পাঠ্যক্রম হবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও সম্পদভিত্তিক। এজন্য ঢালাওভাবে একই পাঠ্যক্রম সব এফএফএস-এ অনুসরণ করা হবে না। পিডিসির সদস্যদের সম্পদ চিহ্নিত করে ও চাহিদা নিরূপণ করে তার ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে অণুসরণ ও বাস্তবায়নযোগ্য একটি পাঠ্যক্রম সংশ্লিষ্ট এফএসএফ তৈরি করবেন। এ কাজে দক্ষ মাস্টার ফ্যাসিলিটেটর বা সহায়তাকারীবৃন্দ তাদের সহায়তা করবেন।

৮. এফএসএস-এর দিন ও সময় নির্ধারণ- এফএসএফ স্থানীয় হওয়ায় সেই পিডিসিতে থেকেই তিনি এফএফএস পরিচালনার সুযোগ পাবেন। তাই পিডিসি সদস্যদের সাথে আলাপ করে প্রশিক্ষণের দিন (বার) ও সময় নির্ধারণ করবেন। তবে এক নাগারে কখনো প্রশিক্ষণ চলবে না। যেমন মাসের প্রথম দশদিন এফএসএফ পিডিসিতে অবস্থান করবেন। সে সময়ের মধ্যে তিনি একদিন অন্তর ৩-৪ দিন সেশন পরিচালনা করবেন। পরের দশদিন সময়ের মধ্যে তিনি এসএল সেন্টারে (জেলায়) আসবেন এবং পরবর্তী ৩/৪টি সেশনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। এফএসএফ-টিওটির মাধ্যমে মাস্টার সহায়তাকারীবৃন্দ তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন। পরের দশদিনে তিনি পূর্বের মতো এফএফএস-এ সেসব সেশন পরিচালনা করবেন।

৯. সেশন পরিচালনা- যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ এফএসএফ সেশন সহায়িকা অনুসরণ করে প্রত্যেক সেশন পরিচালনা করবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণের দিনে তারা পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে ও মাঠ পরিস্থিতি, সময়, কৃষকের প্রয়োজন ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি দিবসের কর্মসূচী তৈরি করবেন ও সে অনুযায়ী সেশন পরিচালনা করবেন। দিবসের কর্মসূচিতে সাধারণভাবে পূর্ব দিনের প্রশিক্ষণের বিষয় পুনরালোচনা, কারিগরী ও বিষয়ভিত্তিক সেশন, মাঠ পরীক্ষা স্থাপন ও পর্যবেক্ষণ, এফএমএ, ফলাফল বিশ্লেষণ, দলীয় গতিময়তা ইত্যাদি বিষয় থাকতে পারে।

১০. খামার/মাঠ পরীক্ষা- কৃষকদের আস্থা অর্জন ও বিভিন্ন কলাকৌশলের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য অবশ্যই স্কুলে কিছু পরীক্ষণ স্থাপন করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ সহ অন্যান্য কাজ কখন করা যতে পারে সে কিবষয়ে নিম্নলিখিত ছক অনুসরণ করা যতে পারে-

এফএফএস শুরুর আগে করণীয়ঃ

এফএফএস বরাদ্দ ,সহায়তাকারী নিয়োগ,এফএফএসএর স্থান/পিডিসি নির্ধারণ, কৃষক/সদস্য নির্বাচন, সাধারণ সভা আহ্বান, সদস্যদের খামার সম্পদ চিহ্নিতকরণ,সম্পদভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, স্থানীয়ভাবে চাহিদাভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরি, বেসলাইন জরিপ, এফএফএস-এর দিন ও সময় নির্ধারণ, বসার জায়গা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অর্থবরাদ্দ নিশ্চিতকরণ, সেশন পরিকল্পনা তৈরি/ব্যবস্থা করা, মনিটরিং পরিকল্পনা করা।

এফএফএস শুরুর চলাকালীন করণীয়ঃ

দল গঠন, বসার নিয়ম ঠিক করা, কৃষকদের কাছে প্রশিক্ষণের সুফল বা উদ্দেশ্য ও কৃষকদের দায়িত্ব তুলে ধরা, দিবসের কর্মসূচী তৈরি করা, প্রশিক্ষণ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ পূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা, মাঠ পরীক্ষা পরিচালনা, তথ্য রাখা, মনিটরিংয়র ব্যবস্থা করা, মাঠ দিবস আয়োজন।

এফএফএস শুরুর চলাকালীন করণীয়ঃ

ফলাফল বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট করা, ফলো আপ।

কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে লাউচাষে কৃষাণীর সফলতা , ছবিটি কমলছড়ি হেডম্যান পাড়া গ্রামের।

টুকরো খবর

১লা আগষ্ট ২০১১" মৌসুমব্যাপী শিখন কর্মসুচীর" সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পরিষদ সদস্য ও আহবায়ক-জেলা কৃষি বিষয়ক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

জুম রিসার্চ প্লট পরিদর্শন করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাবা বেগম রোকসানা কাদের।

প্রাণীসম্পদ অফিসের ঔষধের/টিকার গুনগত মান ঠিক রাখার জন্য ৮(আট)টি উপজেলায় সোলার ফ্রিজ সরবরাহ করা হয়।

প্রকাশনায়:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ফোন: +৮৮-০৩৭১-৬১৯৩৬, ৬২৫৪৪,
ফ্যাক্স: +৮৮-০৩৭১-৬১৮৭৮
ইমেইল:khdcbd@gmail.com

ওয়েবসাইট:
www.khdcbd.org

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা :

জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য:

জনাব বীর কিশোর চাকমা

জনাব চাইথোঅং মারমা

জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি- তরুন কান্তি ঘোষ

সম্পাদক- মো: আব্দুর রহমান তরফদার

নির্বাহী সম্পাদক : জীবন রোয়াজা ও শ্রাবন্তী রায়

সহসম্পাদক ও গ্রাফিক্স ডিজাইন- অবিরত চাকমা

সহযোগিতায়: মো: সাইফুল্লাহ(সাইফুল)

উপজেলা প্রোফাইল: দীঘিনালা উপজেলা

দীঘিনালা উপজেলা খাগড়াছড়ি জেলার সর্ববৃহৎ উপজেলা। ত্রিপুরা মহারাজা গোবিন্দ মানিক্য কর্তৃক খনিত দীঘির নামানুসারে এ উপজেলার নামকরণ হয় দীঘিনালা।ইহার আয়তন ৬৯৪.১২ বর্গকিমি। উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে লংঘদু উপজেলা, পূর্বে বাঘাইছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে পানছড়ি ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা এবং ত্রিপুরা (ভারত)। প্রধান নদী: মাইনী।

উপজেলা শহর ১টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ১০.৩৬ বগট্ট কিমি। জনসংখ্যা ৮৮৬৯; পুরুষ ৫৩.৬৬%, মহিলা ৪৬.৩৪%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমি তে ৮৫৬ জন। শিক্ষার হার ৩৮.৭%। ডাকবাংলো ১।

প্রশাসন দীঘিনালা থানা সৃষ্টি হয় ১৯১৬ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রুপান্তর করা হয় ১৯৮৫ সালে। ইউনিয়ন ৫, মৌজা ২২।

জনসংখ্যা ৯১৯৩৩; পুরুষ ৫১.৫০%, মহিলা ৪৮.৫%। মুসলমান ৩৭.২৯%, হিন্দু ১০.৭৫%, বৌদ্ধ ৫১.৮০%, অন্যান্য ০.১৬%।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমুহ কৃষি ৫২.২৬%, কৃষি শ্রমিক ১৬.১৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৪৭%, ব্যবসা ৬.৩৬%, চাকরি ৫.৯%, অন্যান্য ১৫.৮৪%।

প্রধান প্রধান কৃষি ফসল ধান, আদা, হলুদ, তুলা, তিল, পাহাড়ি আলু, কচু ও তরিতরকারি। প্রধান ফল-ফলাদি কলা, কাঁঠাল। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন গরুর গাড়ি।শিল্প ও কলকারখানা ধানকল, স-মিল, বয়ন শিল্প, ইত্যাদি।

উল্লেখ হাটবাজার: মেরুং, বোয়ালখালী, দীঘিনালা, কবাখালি, বাবুছড়া ও নারাইছড়ি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ কলেজ ১টি, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬টি, মাদ্রাসা ২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয়-।

উপজেলা চেয়ারম্যানের নাম শ্রী ধর্ম বীর চাকমা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নাম জনাব পি কে এম এনামুল করিম।

তথ্যঃ মো স্াইফুলল্লাহ, নাজির, খাপাজেপ।

ফটোফিচার

খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ ও পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের যৌথ দ্যোগে মৎস্য বাঁধ পরিদর্শন করছেন ডানিডা ও ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ প্রতিনিধি।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মৎস্য বিভাগের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার ও জাল বিতরণী অনুষ্ঠানে পাঃচঃ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, মাননীয় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ পিডি ও কর্মকর্তাগণ ।